তারিখ 14 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

যায়যায়দিন

খুলনা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজে আবারো অচলাবস্থা

খুলনা অফিস

স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল খালেক মিয়াসহ খুলনা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের ১৭ শিক্ষকের নিয়োগই অবৈধ। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ নূরুজ্জামান এবং সদস্য ডা. মো. নূরুজ্জামান ও ডা. মো. কামরুজ্জামান ভূঁঞা স্বাক্ষরিত তদন্ত প্রতিবেদনে আজ থেকে আট বছর আগে এ ঘোষণা দেয়া হলেও অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা রয়েছেন বহাল তবিয়তে।

এদিকে হোমিও কলেজের এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে যখন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন ঠিক তখনই অবৈধ শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়েন তিনি। ওই শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কলেজ সভাপতির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালানোর ফলে কলেজের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া বেতন না পেয়ে কলেজের কর্মচারীরা কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়ায় শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ বন্ধের পথে। সব মিলিয়ে খুলনা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আবারো অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, হোমিওপ্যাথি বোর্ডের তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ কলেজের ১৭ শিক্ষকের নিয়োগকে অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়। ২০০০ সালের এই প্রতিবেদনে যাদের অবৈধ বলা হয় তারা হলেন ডা. আবদুল খালেক, ডা. গোবিন্দ লাল রায়, ডা. নীলুফার বেগম, ডা. শফিকুর রহমান, ডা. অসিত কুমার চৌধুরী, ডা. চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, ডা. আজহারুল ইসলাম, ডা. ওয়াহিদুজ্জামান, ডা. রুখসানা সুলতানা, ডা. দ্বিজেন্দ্র লাল মণ্ডল, ডা. শংকর কুমার দাস, ডা. ভবঘোষ হালদার, ডা. তারেক চন্দ্র রায়, ডা. হোসনে আরা খাতুন, ডা. আতিকুর রহমান, ডা. রুহ আরা বেগম ও ডা. হাফিজুর রহমান। কলেজের ১৯ শিক্ষকের মধ্যে ডা. শামিমুল ইসলাম ও ডা. মমতাজ বেগমের নিয়োগ বৈধ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ডা. জাকিউল ইসলামের নিয়োগ বৈধ হওয়ার পরও তৎকালীন অধ্যক্ষের রোষানলে পড়ায় তার নিয়োগ অবৈধ পন্থায় বাতিল করা হয়।

এদিকে এসব অবৈধ নিয়োগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ায় কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মো. জাফরউল্লাহ ওইসব শিক্ষকের বিরাগভাজনে পরিণত হয়েছেন। এছাড়া কলেজের কর্মচারীরা তিন মাস বেতন না পেয়ে চরম হতাশা থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এতে পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।